সাংখ্য সম্মত বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ : সাংখ্য সৃষ্টিতত্ত্ব

জাগতিক বস্তুর সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য সম্মত বিবর্তনবাদে লক্ষ্য করা যায়। এই বিবর্তনবাদ অভিব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত। সাংখ্যমতে, প্রকৃতি বা প্রধান এই জগতের মূল কারণ। তবে প্রকৃতি থেকে জগতের অভিব্যক্তি হলেও কেবল প্রকৃতির পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হলে তবে জগতের অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সৎকার্যবাদী সাংখ্যীদের মতে, প্রকৃতি প্রসবধর্মী ও নিত্য পরিণামশীলা। প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি থেকেই পর্যায়ক্রমে জগতের বিভিন্ন বস্তু অভিব্যক্ত হয়। যখন প্রকৃতির সাথে পুরুষের কোন সংযোগ থাকে না তখনও প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। এই পরিণামকে স্বরূপ পরিণাম বলে। সাধারণতঃ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে এরূপ পরিণাম লক্ষ্য করা যায়। এই পরিণামের ফলে অভিব্যক্ত জগৎ প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির যে পরিণাম তাই বিরূপ পরিণাম। এর ফলে প্রকৃতির তিন গুণের সাম্যবস্থা ব্যহত হয়। প্রকৃতির মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং একটি গুণ অপর গুণের ওপর আধিপত্য বিস্তারের দ্বারা বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি করে। নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে জগতের বিভিন্ন বস্তুর অভিব্যক্তি হয়।

জগতের প্রথম অভিব্যক্তি বা পরিণাম হল মহৎ বা বুদ্ধি। বিপুল জাগতিক বস্তুর উৎস এই মহৎ বা বুদ্ধি। যার অবস্থান মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধিরূপে। প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের আধিক্যের ফলে মহৎ বা বুদ্ধির আবির্ভাব। বুদ্ধি দিয়েই আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই বুদ্ধি তমঃগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হলে অধর্ম, অজ্ঞান ও অবৈরাগ্য গুণের উদ্ভব ঘটে। বুদ্ধি কিন্তু পুরুষ থেকে ভিন্ন। পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হলে বুদ্ধিকে চেতন বলে মনে হয়।

মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম হল অহংকার। অহংবোধই অহংকারের বৈশিষ্ট্য যার জন্য পুরুষ বা আত্মা নিজেকে কামনা-বাসনার অধীন কর্তা ও বিষয়ী বলে মনে করে। তিন গুণের আধিক্য অনুসারে অহংকার তিনপ্রকার। সত্ত্বগুণ প্রধান সাত্ত্বিক অহংকার, রজঃ প্রধান রাজস অহংকার এবং তমঃ গুণের প্রাচুর্যে তামস অহংকারের সৃষ্টি হয়।

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনের উদ্ভব হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হল ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। এরা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করে। মুখ, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ বা জননেন্দ্রিয় হল পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। মনকে কেন্দ্রেন্দ্রিয় বলা হয়। কারণ মনের সাহায্য ছাড়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় কার্যকর হতে পারে না। সাংখ্যমতে, আমরা যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করি, তা প্রকৃত ইন্দ্রিয় নয়। তাদের অভ্যন্তরে যে অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তি আছে, তাই ইন্দ্রিয় শক্তি এবং তাই ইন্দ্রিয়। তামস অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চমহাভূতের অতি সূক্ষ্ম উপাদানের সৃষ্টি হয়। পঞ্চতন্মাত্র হল ঃ রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র। তবে রাজস অহংকার কোন কিছু উৎপন্ন না করলেও সাত্ত্বিক ও তামস উভয় প্রকার অহংকারের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে।

পরিশেষে পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি নিম্নলিখিত ক্রমে হয়ে থাকে। ১) শব্দ তন্মাত্র থেকে শব্দগুণযুক্ত আকাশের সৃষ্টি হয়। ২) স্পর্শ তন্মাত্রের সাথে শব্দ তন্মাত্রের সম্বন্ধের ফলে শব্দ ও স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর আবির্ভাব ঘটে। ৩) রূপ তন্মাত্র, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ গুণযুক্ত অগ্নির সৃষ্টি করে। রস তন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্রের সঙ্গে একত্র হয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণযুক্ত জলের সৃষ্টি করে। ৫) গন্ধ তন্মাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিশিষ্ট ক্ষিতি মহাভূতের সৃষ্টি করে।

সাংখ্য স্বীকৃত উক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে - ১) প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধি সর্গ এবং ২) তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিক সর্গ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি প্রথম সর্গের অন্তর্গত। পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি দ্বিতীয় সর্গের অন্তর্গত।

সাংখ্য স্বীকৃত অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় চতুর্বিংশতীতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতি সর্ব প্রথম তত্ত্ব, আর পঞ্চ মহাভূত হল সর্বশেষ তত্ত্ব। যার মাঝখানে আছে ত্রয়োদশ করণ এবং পঞ্চ তন্মাত্র।

পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির অভিব্যক্তি নিম্নরূপ টেবিলের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় -

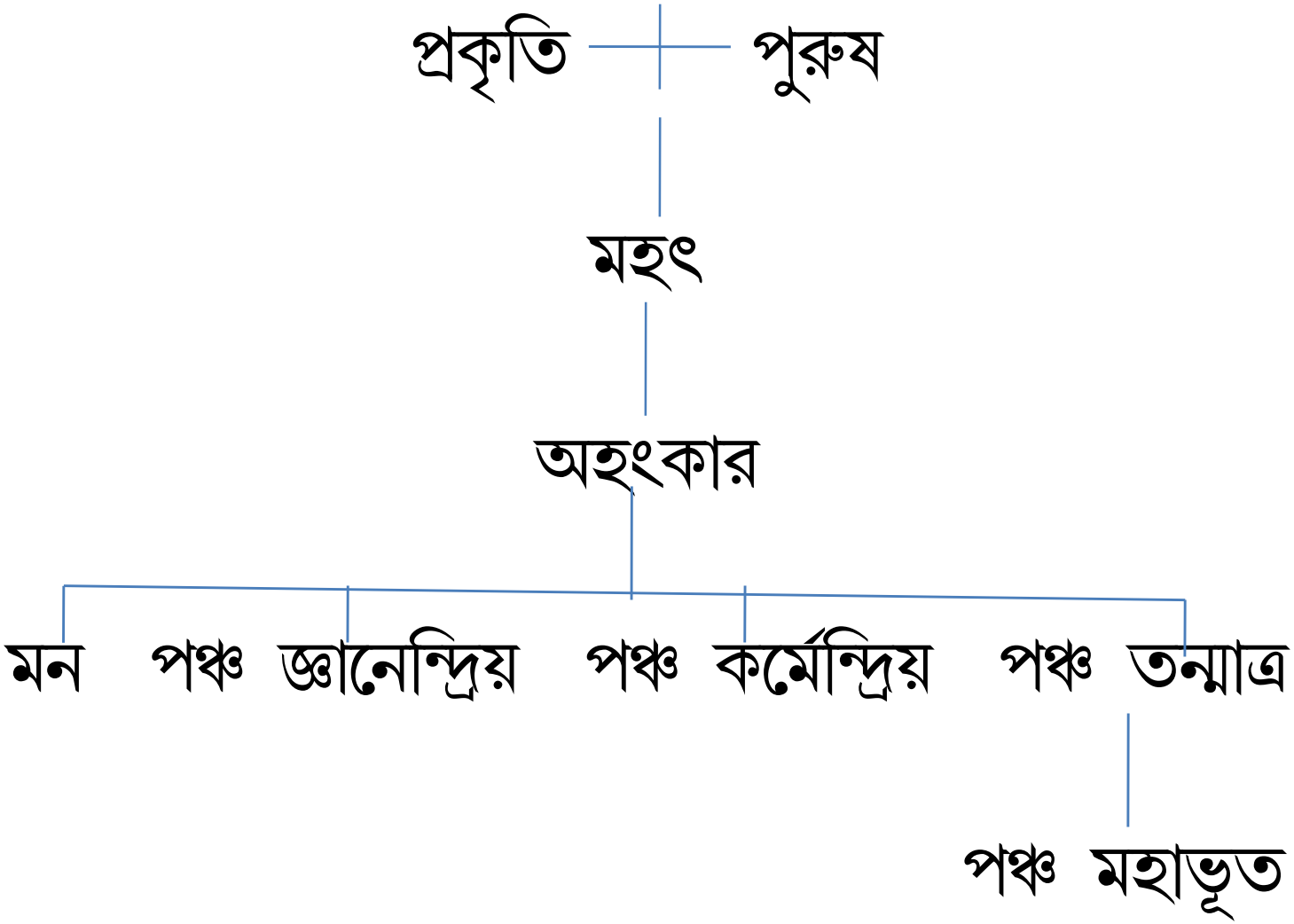

কিন্তু অভিব্যক্তি এখানেই শেষ নয়। এরপর আরম্ভ হয় গৌণ অভিব্যক্তি। এতক্ষণ পর্যন্ত যে অভিব্যক্তির আলোচনা হল তা হল মুখ্য অভিব্যক্তি। গৌণ অভিব্যক্তিকালে ক্ষিতি থেকে বৃক্ষ হয় এবং এমনি করে অন্যান্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুর অভিব্যক্তি হয়।

সাংখ্যমতে, সৃষ্টি বলতে অভিব্যক্তি বোঝায়। যা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই প্রকট হয়, নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। আবার ধ্বংস বলতেও সাংখ্যমতে, পরিপূর্ণ বিনষ্টি বোঝায় না। ধ্বংস শুধু রূপান্তর বোঝায়। ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে রূপান্তর। এই অভিব্যক্তি চলে চক্রাকারে। সৃষ্টি এবং প্রলয় পরপর আসে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ